R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২২শে মে, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

## সিপিএমের সন্ত্রাসরোধে এবং ওসির শাস্তির দাবীতে মহকুমা শাসকের অফিসে কংগ্রেসের গণঅবস্থান

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সিপিএমের গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং ওসি প্রবীর রায়ের শাস্তির দাবীতে কংগ্রেস মহকুমা শাসকের অফিসে গত ২১ মে গণঅবস্থান করে। শেষে বহরমপুর থেকে এ্যাডিশনাল এসপি এসে প্রশাসনিক তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অবস্থান প্রত্যাহৃত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে জঙ্গিপুরের নবনির্বাচিত কংগ্রেসী বিধায়ক হাবিবুর রহমান জানান —নির্বাচনের আগে ও পরে কংগ্রেস কর্মীদের উপর সিপিএমের এক তরফা অত্যাচার ও গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সমর্থকদের উপর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। তিনি অভিযোগ করেন পুলিশ প্রশাসন এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি প্রবীর রায় সিপিএমকে মদত দিয়ে চলেছেন। ভোটের দিন ইছাখালির পুলিশ ক্যাম্পের সামনেই কংগ্রেসকর্মী ফারমুজ আলি ও রফিক সেখ সিপিএম গুণ্ডাদের হাতে খুন হন। জখম হন তাঁদের বেশ কয়েকজন সঙ্গী। কিন্তু এমত অবস্থাতেও ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেকেণ্ড অফিসার মিহির চ্যাটার্জী চুপচাপ থাকেন। এসডিপিওকে আমি ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বিহিত ব্যবস্থা নেবার দাবী জানাই। অবশ্য পরে জেলাশাসককে ও এসপিকে জানালে মিহিরবাবুকে সাসপেণ্ড করা হয়। এর পরই ইছাখালিতে কংগ্রেসকর্মী আলাউদ্দিন এর বাড়ী লুট হয়। পুলিশ এই অপরাধে সিপিএমের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠালে জামিন বাতিল হয়। তাসত্ত্বেও থানা থেকে ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ভোট গণনার একদিন আগে বড়শিমূলের বয়স্ক এক কংগ্রেসকর্মী জামসেদ মণ্ডলকে কংগ্রেস করার অপরাধে সিপিএমের কাইজার সেখ ও উপপ্রধান সওকাত সেখ নবাবজায়গীরের এক চায়ের দোকানে ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দেয়। তাঁকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে যেতে সাহস করে না। হাবিবুর বলেন, খবর পেয়ে তিনি নিজে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করেন। দোষীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ পরের দিন ছেড়ে দেয়। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে সেকেণ্ড অফিসার সাসপেণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ মে পুলিশ সুপারের নির্দেশে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জ থানার সেকেণ্ড অফিসার মিহির চ্যাটার্জীকে সাসপেণ্ড করা হয়। খবর গত ২ মে ভোটের দিন রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের ইছাখালি গ্রামে ভোট দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে কংগ্রেস কর্মী ফারমুজ আলী ও রফিক সেখ খুন হন। সঙ্গীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আহত হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হন ইছাখালির পুলিশ ক্যাম্পের দায়ীত্বরত রঘুনাথগঞ্জ থানার সেকেণ্ড অফিসার মিহির চ্যাটার্জী জেনেশুনেও কোন ব্যবস্থা না নিয়ে চুপচাপ থাকেন এই অভিযোগ জানান জঙ্গিপুরের বিধায়ক হাবিবুর রহমান। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে জানা যায়।

## গ্রামে ফেরা কংগ্রেসীরা আবার আক্রান্ত

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৮ মে মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে লালখাঁনদিয়ারের কংগ্রেস সমর্থক গ্রাম ছাড়া মানুষদের গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু মহকুমা শাসকরা চলে যাওয়ার পরক্ষণেই আবার সন্ত্রাস শুরু হয় বলে খবর। পরদিন ১৯ মে জনৈক গ্রামবাসী সামশুল হক বাড়ীর সামনের টিউবওয়েল থেকে জল নেবার সময় সিপিএম সমর্থক বলে কথিত ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## বিজয় মিছিলে বোমায় নিহত এক

অরঙ্গাবাদ ঃ গত সপ্তাহে সুতী থানার উমরাপুরে কংগ্রেসের বিজয় মিছিলে সিপিএম সমর্থকরা বাধা দিলে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সেই সময় সিপিএম সমর্থক মজলেম সেখ (২৫) বোমা ছুঁড়তে গিয়ে নিজের বোমাতেই আহত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। মজলেমের ভাই আসলেম সেখ তাঁর দাদা কংগ্রেসের ছোঁড়া বোমায় নিহত হয়েছে বলে কেস করেছেন বলে খবর।

## পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে স্কুলের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা

ফরাক্কা ঃ গত ৪ মে এই থানার নিশিন্দ্রা হাই স্কুলের সুলতান সেখ নামে নবম শ্রেণীর এক ছাত্র রাত বারোটা নাগাদ স্কুলের অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে গ্রামের লোকের কাছে ধরা পরে। খবর সুলতান সেখ এবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে স্কুল-অফিসের সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার জন্য তার তিন / চারজন বন্ধুকে নিয়ে রাতে স্কুলে হানা দেয়। কিন্তু স্কুলের দোতলার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

## ॥ ভোটোত্তর-২ ॥

সকলের দৃষ্টি এখন কেন্দ্রের দিকে নিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়ায় রাষ্ট্রপতি নিয়মানুযায়ী এবং প্রথানুসারে বিজেপি-কে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ইহাতে সাড়া দিয়া কেন্দ্রে অকংগ্রেসী বিজেপি মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী এবং অন্যান্য মন্ত্রী ১১ জন নিজ নিজ দপ্তর বুঝিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বিজেপি দলকে আগামী ৩১ মে তারিখের মধ্যে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হইবে। ইহাতে দল ব্যর্থ হইলে বিজেপি মন্ত্রিসভার পতন হইবে। তখন রাষ্ট্রপতি পরবর্তী পদক্ষেপে কংগ্রেস অথবা তৃতীয় ফ্রন্টকে সরকার গড়িতে বলিবেন। ইহাদিগকেও লোকসভায় আস্থা ভোট অর্জন করিতে হইবে।

অতএব এখন নানা তৎপরতা শুরু হইয়াছে। বিজেপি-র নিজস্ব সদস্যসংখ্যা ১৬০। সহযোগী দলের (শিবসেনা, সমতা ও হরিয়ানা বিকাশ) মোট ২৭ জন সদস্য বিজেপি-র সহিত যুক্ত হইয়াছেন। অকালি (বাদল) দলের ৮ জন সদস্যের সমর্থন থাকায় এ পর্যন্ত মোট ১৯৫ জন লোকসভার সদস্য লইয়া বিজেপি ব্লক গঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। আরও ৭৫ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। তবেই কেন্দ্রে বিজেপি দল স্থিতিশীল সরকার গড়িতে পারিবে। আর এই ৭৫ জন সদস্যের সমর্থন কীভাবে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই বিজেপি দলের ভাবিবার বিষয়। বর্তমান নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত এই দলের সরকারে কায়েম হইবার ব্যাপারে সংশয় এখনও কাটে নাই বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। জানা গিয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীবাজপেয়ী বলিয়াছেন যে, সমর্থক সদস্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার দল কোনও নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিবে না। সরকার গঠনে অন্যতম দাবীদার কংগ্রেস এবং তৃতীয় ফ্রন্ট এখন নিজেদের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করিতে সচেষ্ট রহিয়াছে অ-বিজেপি কোনও দল হইতে সংসদ-সদস্য বিজেপি-র সমর্থনে যাহাতে সামিল না হইতে পারেন, সেইদিকে কংগ্রেস ও তৃতীয় ফ্রন্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে এবং কর্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে।

কেন্দ্রে সরকার গঠনে কোন্ দল যে সাফল্যলাভ করিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না। সব কিছুই পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করিতেছে। কি কংগ্রেস, কি বাম-মোর্চা সকলের কাছেই আজ বিজেপি অস্পৃশ্য। সুতরাং উক্ত দুই শিবির বিজেপি-কে হঠাইতে বদ্ধপরিকর। অতীতে এই বিজেপি দলের কোন কোন নেতা কেন্দ্রের প্রথম অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই বিজেপি দলের সমর্থনে আর এক অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। হাল আমলে নরসিমা রাও পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের বিরোধী হিসাবে অকংগ্রেসী দল সামিল হইয়াছিল বর্তমানে অস্পৃশ্য এই বিজেপি দলেরই সহযোগিতায়। এখন চলিয়াছে বিজেপি হঠাৎ অভিযান।

'কালস্য কুটিলা গতি'। কোনও দল দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকিলে নানা গ্লানি জন্মে। মধ্যে মধ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় দলের শুদ্ধির জন্য। তাহাতে দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি হয় প্রত্যাশিত। গণতন্ত্র সার্থক মর্যাদা লাভ করে। আর যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতালিপ্সা ও ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় নহে। দেশে কেন্দ্রীয় স্থিতিশীল সরকার কীভাবে গঠিত হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত।

## শিকে ছিঁড়ল না

### চাণক্য গুপ্ত

বাঙালির ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। জ্যোতি বসু রামো-বামোর সর্বসম্মত নেতা নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ পার্টির অনুমোদন না পেয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড় থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন। বাধ্য হলেন বলছি, কারণ, আমার ধারণা—প্রধানমন্ত্রী হতে জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত কোন আপত্তি ছিল না, বরং আগ্রহই ছিল বলা সংগত। ইয়েচুরি কারাতগোষ্ঠী সে আগ্রহে জল ঢেলে দিলেন। বাঙালি হিসেবে আমরাও মুষড়ে পড়লাম। সেই কবে নেতাজি কংগ্রেসের সভাপতি (তখন বলা হত রাষ্ট্রপতি) হয়েছিলেন, তারপর সর্বভারতীয় রাজনীতির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আর কোন বাঙালিকে চোখে পড়েনি। সুভাষ বসুর পর জ্যোতি বসুই প্রায় তেমন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছিলেন। চান্সটা ফসকে গেল। উত্তরাঞ্চল থেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়, এমন ধারণা বদলে দিয়েছেন নরসিমা রাও। কিন্তু পূর্বাঞ্চল থেকে প্রধানমন্ত্রী হয় না, এ তত্ত্ব পাল্টানোর মোকা যে এভাবে হাতছাড়া হবে ভাবতে পারিনি।

এমন সুযোগ যে একেবারে প্রথম, তাও নয়। চুরাশি সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর একটু কলকাঠি নাড়তে পারলে তদানীন্তন মন্ত্রীসভার দুনম্বর স্থানাধিকারী প্রণব মুখার্জী বঙ্গনন্দন হিসাবে হয়তো সফল হতেন। কিন্তু গদির গন্ধ শুঁকেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। অতিআবেগে ইন্দিরাভক্তর দল মহান নেত্রীর পরিবারের বাইরে কাউকে সর্বোচ্চ পদটির পক্ষে উপযুক্ত ভাবতেই পারেননি। ভাগ্যিস সেদিন রাজীব ছিলেন। সঞ্জয়ের মত তাঁরও মায়ের আগেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলে সোনিয়াকে (কিংবা তিনি বেঁকে বসলে প্রিয়ংকাকেই টেনে লম্বা করে) চেয়ারে বসানো হত জোর করে।

বিগত পাঁচ বছর সরকারে নেহেরু পরিবারের কেউ নেই। সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে ঐ পরিবারটির প্রতি অন্ধভক্তি ফিকে হয়ে এসেছে। দেখা গেল—কংগ্রেস এবার ইন্দিরা রাজীবের বিস্তর কাট্-আউট চমকেও দেড়শ সিটও যোগাড় করতে পারল না। এবং এমন এক 'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই'-এর আদর্শ বাতাবরণকে আমরা ঝানু বাঙালিরা কাজে লাগাতে পারলাম না। আর কিছু হোক না হোক কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের ফাটা রেকর্ড বাজা বন্ধ হত। বরং ঢালাও টাকা ম্যানেজ করা যেত 'বন্ধু' কেন্দ্রীয় সরকারের ভাঁড়ার থেকে। রাজ্যে কিছু নতুন কলকারখানাও খুলত হয়তো বা। এবং কিচ্ছু না হলে অন্তত কোন বাঙালি তরুণ শিল্পপতিকে এয়ার ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান হিসাবে দেখতে পেতাম। স্যার বীরেন নেই। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই টাটা-বিড়লার সাথে সেই বঙ্গপুত্রের নাম সমস্বরে উচ্চারিত হত। বত্রিশ ইঞ্চি বাঙালির বুক বত্রিশ হাত হয়ে যেত। হায়, সবই স্বপ্ন হয়ে থেকে গেল। আমাদের ভাগ্যটাই এমন! এমন ভাগ্যে শিকে কি ছেঁড়ে?

## রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ২৫ বৈশাখ রঘুনাথগঞ্জ শহরে ও আশপাশের গ্রাম থেকে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপনের খবর আসছে। রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের জেঠিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২৫ বৈশাখ সকালে সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তরুণ শিক্ষক অম্বুজাপদ রাহার উদ্যোগে প্রদ্যুৎ দাস ও দারুল ইসলামের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। শহরে আনন্দধারা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে ও আবৃত্তির মাধ্যমে জনসাধারণকে মুগ্ধ করে শহরের পথপরিক্রমা করেন। বিকেলে রবিমঞ্চের শিল্পীরা স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে এক সুন্দর মনোরম রবীন্দ্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিগত কয়েক বছরে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও কলেজে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের রেওয়াজ প্রায় উঠে যাওয়ায় শহরের বহু বিদগ্ধ মানুষ হাতাশা প্রকাশ করেন।

# পরাজয়ের মূল কারণ রাজনীতি নয়, অর্থনীতি

—চিত্ত দাস

জঙ্গিপুর মহকুমার সবকটি বিধানসভা আসনে ( একমাত্র সাগরদীঘি বাদে ) এবং লোকসভা আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পরাজয় সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন হচ্ছে এবং হবে। কারণগুলো অতি সরলীকরণের ফলে যে পরিস্থিতি ও পরিবেশ এই ধরনের একটি পরিণতি ঘটিয়েছে তা অনির্ণেয়ই থেকে যাবে। বামপন্থীরা বলছেন, 'কমিটেড্ ভোটের' পরেও একটা ফ্লোটিং ভোট থাকে এবং এই ফ্লোটিং ভোটই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছে। বাস্তবে কিন্তু এটা সত্য নয়। কমিটেড্ ভোটের মধ্যেও বেশ একটা বড়ো অংশের মধ্যে নিগেটিভ এপ্রোচ বা নেতিবাচক মনোভাব থেকে যায়। যাঁরা কমিটেড থাকলেও তাঁদের আচার আচরণ, চলাফেরা, কথাবার্তা গ্রামাঞ্চলের এক শ্রেণীর মানুষদের বিপরীত ঢেউয়ে টেনে নিয়ে যায়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভূমিসংস্কার এবং গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে তা ভারতের কোথাও ঘটেনি, এটা তথ্যগত সত্য ঘটনা। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু যে কথা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই তা হলো এই যে ভূমিসংস্কার এবং গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সদর্থক রূপায়ণ ঘটানর কৃতিত্ব বামফ্রন্ট সরকারের প্রাপ্য। গ্রামের মানুষ বিশেষতঃ কৃষকদের সংগঠিত শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে বামফ্রন্ট সরকারের বামদলগুলি এই কৃতিত্ব যে একমাত্র তাদেরই, এ কথা বিরামহীনভাবে তারস্বরে তাঁরা ঘোষণা করেছেন।

পশ্চিমবাংলায় কৃষকদের আন্দোলন যেটা আমরা বলে থাকি 'মুভমেন্ট ফ্রম বিলো' অর্থাৎ একেবারে তলা থেকে আন্দোলনের যদি কোন ইতিহাসগত ঐতিহ্য না থাকতো, তাহলে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারও বারবার ফিরে আসতো না। সমাজের বিবর্তনের একটা ধারাবাহিক নিয়মের ফলশ্রুতিই হচ্ছে, ভূমিসংস্কার ও গ্রামোন্নয়ন এবং এই দুই সামাজিক সংস্কারের স্বার্থক রূপকার বামফ্রন্ট সরকার। যদি তাঁরা এর বিপরীতে কাজ করতেন, তাহলে সেটা হতো সামাজিক সংস্কারের উল্টোমুখে অবস্থান, পরিণতি হতো ভয়াবহ। যেটা ঘটেছে, বিহারে, আসামে, উড়িষ্যায়, অন্ধ্রে। ইতিহাসকে অস্বীকার ও অবমাননা করে এই সংস্কারের কৃতিত্ব নির্বাচন-সর্বস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দাবীর অবিরাম ঘোষণার ফল হয়েছে বিপরীত। এই আত্মসন্তুষ্টির ফলে রাজনৈতিক দল ও নেতাদেরও আচার, আচরণ, চলা ফেরা এমন এক স্থিতাবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে যে তাঁরা বিপরীত মুখের ঢেউ এর সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হননি। সেকারণেই প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণ। গ্রামোন্নয়ন ও ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। বড়লোকী ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্রীয় সরকারের যে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তথাকথিত এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং করেছে, এই প্রসঙ্গ আপাততঃ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভূমিকার পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার যথাযথ বিশ্লেষণের অভাবে যে বিপরীত ঢেউগুলো ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে ক্রমশঃ বড়ো আকার নিয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই বড়ো করে তুলবে তার যথার্থ ফল ঘটেছে জঙ্গিপুর মহকুমাতেই শুধু নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। কংগ্রেস তার সামর্থ বাড়িয়ে নিয়েছে। আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন অন্ধ যুক্তি নেই আছে অনেক সমীক্ষার ফসল, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু যেহেতু অর্থনীতিই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি, সেহেতু আমাদের সমীক্ষায় এটাও অধরা থাকেনি যে রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই সমীক্ষার প্রভাব বিস্তার করবেই।

সিপিএম তাদের দুর্গ নবগ্রাম এ কথা সগর্বে উচ্চারণ করতো। সেখানে নিঃশব্দ পতন ঘটেছে। বহরমপুরের শ্রীমতী লতা চৌধুরী গ্রামাঞ্চলে ঋণের বাজার সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন এবং সেকারণে মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক গ্রামও ঘুরেছেন। তার সমীক্ষায় ধরা পরেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক যোজনায় যে ঋণ দেওয়া হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই সে ঋণের যথার্থ ব্যবহার হয়নি। তার কারণ 'প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম অথবা যোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অভাবে যোগ্য প্রকল্পও পাওয়া যায়নি।' যেমন ঋণ দেওয়া হয়েছে ছাগল গরু কিনতে। যখন সমবায় সংস্থার মাধ্যমে সেই ছাগল/গরু কেনা হয়েছে, তখন গুণগত মান নিম্ন হওয়ায় তার সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। আবার একই গরু দেখিয়ে ঋণ নেওয়া, সেই টাকা ভোগব্যয়ে ব্যবহারের অনেক উদাহরণ আছে। ব্যাঙ্কগুলির ঋণের সমস্যা যে এখন গুরুতর সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণের সূত্রগুলি আবার গুরুত্ব ফিরে পাচ্ছে।

শ্রীমতী চৌধুরী নবগ্রামের দিকে অঙ্গুল তুলে বলেছেন, সেখানে একটি ক্ষেতমজুরের মজুরী দিনে ১৫ টাকা ও ১ কেজি চাল। তিনি আরো বলেছেন, বর্গা রেকর্ডের নেতিবাচক ফল বর্গা উচ্ছেদ। ভাগচাষ প্রথা প্রায় লুপ্ত। বর্গা রেকর্ড হলেও ভাগ আইন অনুসারে হয় না। নানা রকম ভাগের প্রথাই প্রচলিত। ভাগ সমান সমান, সব খরচ বর্গাদারের, অথবা কোনও খরচ না করেই জমির মালিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান নিচ্ছেন। শ্রীমতী চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন গ্রামাঞ্চলে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছ—এর ব্যাখ্যা কোথায়? শ্রীমতী লতা চৌধুরী কোন দলীয় রাজনীতি করেন না। তিনি নিতান্তই একজন গবেষক মাত্র। নবগ্রাম ব্লকের যে চিত্রটি তিনি তুলে ধরেছেন, স্বভাবতঃই সমাজ সমীক্ষার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের গুরুতর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই যে নবগ্রাম দুর্গের পতন ঘটিয়েছে সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নবগ্রামে যে চিত্র, সে চিত্র সর্বত্র একই। ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী, ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও কৃষি উন্নয়নে ব্যর্থতা, নানা ধরনের ভ্রষ্টাচার এ সব তো গ্রাম ও শহরের মানুষ তাদের নিজের চোখেই উপলব্ধি করেছে। বিকল্প কোন পথ না পেয়ে সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়ার হাতকেই শক্ত করেছে। যাঁরা প্রকৃতই বামপন্থী, মার্কসবাদে আস্থাশীল এবং যাঁরা মনে করেন আজ রাজনীতি করা মানুষের চেয়ে রাজনৈতিক মানুষই বেশী প্রয়োজন, তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত্রই বামপন্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। একটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে ঐ ব্যবস্থারই বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন সব মেনে নিয়ে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজ-বদলের কোন সদর্থক ভূমিকাকেই সমর্থন করবে না। সুতরাং এই ব্যবস্থাপনার ভেতর থেকে যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রসব করে এবং রূপায়িত হয় তার ভেতর থেকেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক সৃষ্টি করে। ভূমি সংস্কার ও গ্রামোন্নয়ন আমাদের জেলায় এক নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। তাদের আমরা 'নবরীচ' সম্প্রদায় বলে থাকি। পরিকল্পনার সুফলগুলো এরা ভোগ করে এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এরা উন্নয়নের টাকা পয়সা বিলি বিতরণ করে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরী করে রাখে। এরা দুর্ভাগ্যক্রমে, বেশীর ভাগই বামকর্মী বাম নেতা। রাজনৈতিক চিন্তাধারা আদর্শবাদ বলতে এদের কিছু নেই। যে অব্যবস্থা, অসদাচরণ, অসংগতি এই ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় রয়ে গেছে, এরা তাদের নির্মূল করার বদলে পৃষ্ঠপোষকতা করে। আমাদের সমীক্ষায় এই অসঙ্গতিগুলোই ধরা পড়ে এবং এই সমীক্ষার ভিত্তিতেই আমরা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের চাঞ্চল্য অনুভব করি।

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ওসিসহ পুলিশদল বোমা বিস্ফোরণে আহত

জঙ্গিপুর : গত ১৯ মে রঘুঃ-২ ব্লকের লালখাঁনদিয়ার গ্রামে কংগ্রেস সমর্থক সামসুদ্দিনের পেটে সিপিএম সমর্থক মরজেম ছুরি বসিয়ে দিলে তাকে সাঙ্ঘাতিক জখম অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি প্রবীর রায় খবর পেয়ে ঐদিন সেকেণ্ড অফিসার ও কিছু পুলিশ নিয়ে ঐ গ্রামে যান। অভিযোগ মতো মরজেম সেখকে না পেয়ে তার বাবা ইমাজুদ্দিন সেখের বাড়ী তল্লাসী শুরু করেন। বাসনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বোমায় আঘাত লাগলে বিস্ফোরণে ওসি, সেকেণ্ড অফিসারসহ বেশ কিছু পুলিশকর্মী আহত হন। সামশুদ্দিনকে মারধোরের অভিযোগে ছয়জনকে ও বাড়ীতে বোমা পাওয়ার অপরাধে মরজেম ও তার বাবা ইমাজুদ্দিনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

### অফিসে কংগ্রেসের গণআন্দোলন ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

শ্রীরহমান ক্ষোভের সঙ্গে আরও জানান ছোটকালিয়াই তাঁদের বিজয় মিছিলে বাড়ীর ছাদ থেকে ইট ফেলা হয়। কয়েকজন জখম হন। পুলিশ সিপিএমের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। খবর পেয়ে সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য থানায় লোকজন নিয়ে এসে পুলিশ অফিসারকে চাপ দিয়ে আসামীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন এবং পুলিশ অফিসার এই কাজের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। এছাড়া নানা অত্যাচারের ঘটনা ঘটে চলেছে গ্রামে গ্রামে। সিপিএমের দাবীতে ভোট গণনার মুখে সেকেন্দ্রা, লালখাঁনদিয়ার ও খেজুরতলায় মোট তিনটি পুলিশ ক্যাম্প বসে। কিন্তু আমাদের দাবী-মতো লালখাঁনদিয়ার গ্রামের মধ্যে প্রাঃ স্কুলে একটি পুলিশ ক্যাম্প আজও বসেনি এসপির নির্দেশে ১৫ মে থানা থেকে পুলিশ পাঠানো হয় কিন্তু প্রাঃ স্কুলের সিপিএম ম্যানেজিং কমিটির বাধাতে পুলিশ ফিরে আসে।

### কংগ্রেসীরা আবার আক্রান্ত ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বেশ কয়েকজন তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি জখম হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যান্য বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সমর্থককেও প্রহার করা হয় বলে জানা যায়।

### কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

অফিস ঘরের গ্রিল ভাঙার শব্দে গ্রামের লোকে তাদের চোর ভেবে তাড়া করলে সুলতানের সাকরেদরা পালিয়ে যায়। সুলতান সেখ পালাবার রাস্তা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরই প্রধান শিক্ষকের বাড়ীতে ঢুকে মারমুখী জনতার কাছ থেকে বাঁচে। প্রধান শিক্ষক সুলতানকে দেখে অবাক হয়ে যান। সুলতান তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে সে স্কুলের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে এসেছিল বলে জানায়। তার কাছ থেকে এসিডের বোতল, কেরোসিন প্রভৃতি দাহ্য পদার্থও উদ্ধার করা হয় বলে খবর।

### রাজনীতি নয়, অর্থনীতি ( ২য় পৃষ্ঠার পর )

সারাভারত কৃষক সংগঠনের অন্যতম অগ্রণী নায়ক ৺হরেকৃষ্ণ কোঙার যখন ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী তখন প্রায়শঃই তাঁর টেবিল থেকে ভারতবর্ষের সংবিধানের মোটা বইটা দরজার দিকে ছুঁড়ে ফেলতেন আর সভাসমিতিগুলোতে পরিষ্কার ভাষায় বলতেন, আমরা রয়েছি, আপনারা তৈরী হোন। তৈরী হোন ব্যবস্থা বদলের জন্য। ব্যবস্থা বদল করতে না পারলে কিছুই বদলানো যাবে না। বিশ বছর বাদেও ঐ কণ্ঠস্বর এখনো ভেসে আসছে বারবার।

### হারানো প্রাপ্তি সংবাদ

R. I. P. No. /195/72/91 – টাকার পরিমাণ ২৫০০, গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের, সম্মতিনগর শাখা, হারিয়ে গেছে।

নজরুল সেখ, গ্রাম ডিহিপাড়া, পোঃ বড়শিমূল ( মুর্শিদাবাদ )

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।



আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

AKAI
Colour TV
Tokyo Japan
DEALER :
Bharat Electronics
Raghunathganj ॥ Phone : 66321

2 YEARS WARRANTY
WEBEL NICCO TV
Dealer :
Bharat Electronics
Raghunathganj ✪ Phone : 66-321
Sengupta Elcetronics
Raghunathganj, Murshidabad

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।